দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 APR 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 3 ...

035

শিক্ষাঙ্গন

নিরক্ষরতার অভিশাপ

এদেশে শতকরা ৭৪ জন নিরক্ষর। তন্মধ্যে পুরুষ ৬৭% এবং নারী ৮১%। শতকরা ২৬ ভাগই এদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। এদের মধ্যে শুধু লিখতে ও পড়তে পারে এমন লোকও আছে যারা চর্চার অভাবে কিছুদিন পর নিরক্ষরের দলে ভিড়ে যায়। কাজেই বাংলাদেশের ব্যাপক নিরক্ষরতা উন্নয়নের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ। সংগত কারণেই এটা বিশ্বাসযোগ্য যে, একজন শিক্ষিত লোক যে কোনো নিরক্ষর লোকের চাইতে অনেক বেশী উৎপাদনক্ষম, সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনে সক্ষম। কাজেই, দশ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের ৭৪% হিসেবে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ নিরক্ষর জনগোষ্ঠী যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনার পক্ষে বাধাস্বরূপ। উন্নত বিশ্বের দৃষ্টান্ত থেকে জানা যায় যে, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে রয়েছে কর্মপ্রেরণা। আর এ কর্মপ্রেরণা যে জাতি যত বেশী অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে সে জাতি ততো দ্রুত আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম। আর তা সম্ভব হয় শুধু শিক্ষার মাধ্যমেই। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাপক নিরক্ষরতা এ কর্ম প্রেরণা অর্জনে বিরাট অন্তরায় বিধায় জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত হচ্ছে। কারণ, শিক্ষা আমাদের ৮০% ভাগ সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম। একজন শিক্ষিত শ্রমিক বা কৃষক তার পার্শ্বের নিরক্ষর শ্রমিক বা কৃষকের তুলনায় অনেক বেশী আত্মসচেতন, সমাজ সচেতন, সামগ্রিকভাবে সমস্যাসচেতন। তাই, শিক্ষার মাধ্যমেই প্রায় ৭১/১ কোটি নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা, এদের স্থবির ও প্রাচীন মানসিকতাকে দূর করে নব উদ্দীপনা সৃষ্টি করা তথা নিজেদের উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নতির ও কর্ম প্রেরণা সঞ্চার একান্তই কাম্য।

কৃষি ভিত্তিক বাংলাদেশের ৮৫% লোক কৃষিতে নিয়োজিত আছে এবং জাতীয় আয়ের ৬০% ভাগ কৃষি হতে আহরিত হয়। কাজেই, কৃষকদের ৯০ শতাংশ নিরক্ষরতা আমাদের অর্থনীতিকে করে রেখেছে স্থবির ও অনুন্নত। ঠিক তেমনি জনসংখ্যার অবাঞ্ছিত ও দ্রুত সম্প্রসারণেও নিরক্ষরতার অবদান সর্বজন স্বীকৃত।

এ কথা উন্নয়নের সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কাজেই, শিক্ষা ব্যতীত জাতীয় শক্তি ক্ষীণ হতে বাধ্য।

প্রযুক্তিবিদ্যাঃ বাংলাদেশের প্রযুক্তির স্তর অনুন্নত। উপযুক্ত গবেষণাগার ও গবেষণার সুযোগ সুবিধার অভাবে তা উন্নত স্তরে পৌঁছতে পারেনি। ফলে প্রচলিত উৎপাদন কৌশলও রয়ে গেছে নিম্নমানের। কাজেই লাভজনক উন্নতমানের উৎপাদন এখানে অনেকটা অনুপস্থিত। রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ দেশের অবস্থান সুবিধাজনক নয়। ফলশ্রুতিতে, এদেশ প্রতিকূল লেনদেন ভারসাম্যের শিকার। এ অবস্থায় জাতীয় শক্তি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। অপর দিকে, উন্নত প্রযুক্তির অভাবে আমাদের সমর শক্তি অত্যন্ত নিম্নমানের যা আমাদের জাতীয় ভিত্তির প্রতি হুমকিস্বরূপ। এমতাবস্থায়, প্রযুক্তি স্তর উন্নয়নে সম্ভব সবকিছু না করা গেলে জাতীয় শক্তি ক্ষীণ হতে বাধ্য।

—মোঃ আব্দুস সাত্তার